Trump Must Disengage From Insane War: Col Douglas Macgregor On The Debate

Republic TV–তে কর্নেল ডগলাস ম্যাকগ্রেগরের সাক্ষাৎকারাংশ (Mar 27, 2026)

রেফারেন্স: https://www.youtube.com/watch?v=cDesDN5QPE4&t=639s

সংক্ষিপ্ত মন্তব্য: এটি একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের অনুবাদ, যেখানে কর্নেল ম্যাকগ্রেগর ট্রাম্প প্রশাসন, ইসরায়েল, ইরান, যুদ্ধের সামরিক সক্ষমতা, অস্ত্রভাণ্ডার, এবং মধ্যস্থতার সম্ভাবনা নিয়ে তাঁর মতামত দিয়েছেন। আলোচনাটিতে বহু গুরুতর অভিযোগ, কৌশলগত মূল্যায়ন আছে। এটিকে একটি মতামতভিত্তিক সাক্ষাৎকার-ট্রান্সক্রিপ্ট হিসেবেই পড়া উচিত।

সূচনা

আচ্ছা, আজ সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে আমাদের প্রথম অতিথি কর্নেল ডগলাস ম্যাকগ্রেগর। তিনি একজন ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি–বিষয়ক উপদেষ্টা। তিনি মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিবের সাবেক সিনিয়র উপদেষ্টা। তিনি সরাসরি ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। অভিষেক, তিনি ট্রাম্প–ইরান যুদ্ধের অন্যতম বড় সামরিক বিশ্লেষক এবং সমালোচক হিসেবেও পরিচিত, যদি আমি তাঁকে এভাবেই বলতে পারি।

কর্নেল ম্যাকগ্রেগর, আবারও Republic TV–তে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমার প্রথম প্রশ্ন হলো—আজ সন্ধ্যায় আমরা একটি ব্রেকিং আপডেট শুনেছি, যেখানে বলা হচ্ছে জেডি ভ্যান্সের সঙ্গে নেতানিয়াহুর খুবই উত্তপ্ত কথোপকথন হয়েছে, এবং সেখানে নাকি বলা হয়েছে ইসরায়েল শাসন পরিবর্তনের মূল্যায়নে ভুল করেছে, হয়তো এখন দোষটা তেল আবিবের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এখন কি সত্যিই বিষয়টা সেভাবেই এগোচ্ছে?

কৌশলগত অবস্থান নিয়ে ম্যাকগ্রেগরের মন্তব্য

আমার মনে হয় আমরা বলতে পারি, যুক্তরাষ্ট্র—অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প—কৌশলগত উদ্যোগ হারিয়ে ফেলেছেন। যদি আপনি এই বর্তমান দুই সপ্তাহের বিরতি বাড়ানোর বিষয়টি দেখেন, যা কার্যত তাই হবে, তাহলে বলব এটি পাকিস্তানে বসে ভারতীয় মুদ্রা ছাপানোর মতোই আসল। এর সঙ্গে শান্তির কোনো সম্পর্ক নেই। শান্তি আলোচনা বলেও কিছু নয়। সবকিছুই হচ্ছে আমাদের গোলাবারুদ, বিশেষ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট ইত্যাদির মজুত পূরণ করার জন্য, যেগুলো আমরা এই অভিযানের একেবারে শুরুতেই খরচ করে ফেলেছি।

আমরা মনে করি, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের প্রথম তিন বা চার দিনে আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে তীব্র বিমান অভিযানের একটিতে আমরা প্রায় ১২ থেকে ১৬ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছি। তাই বলা যায়, আমরা বড় বিপদে আছি।

পাল্টাপাল্টি দোষারোপ তো হচ্ছেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে এ দায় নিতে হবে যে তিনি সবার আগে ইসরায়েলিদের কথা শুনেছেন, আর যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে যারা তাঁকে সতর্ক করেছিল—তিনি যা করেছেন তা যেন না করেন—তাদের কথা কার্যত শোনেননি।

ট্রাম্প কি পরামর্শ উপেক্ষা করেছিলেন?

তাহলে কি আপনি বলতে চাইছেন, এমন কিছু মানুষ ছিলেন যারা এই যুদ্ধ চায়নি এবং প্রেসিডেন্টকে সে রকম পরামর্শও দিয়েছিল, কিন্তু তিনি তাদের কথা শোনেননি? কারণ আমেরিকান রিপোর্টগুলোতে আমরা তেমন কিছু শুনিনি।

হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। স্পষ্টতই আমি তাঁকে বহুদিন ধরে চিনি। সর্বশেষ যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, আমি তাঁকে অনেক কিছু না করতে বলেছিলাম, ইউক্রেনের যুদ্ধ দ্রুত শেষ করতে বলেছিলাম। ২০২০ সালে যখন আমি তাঁর হয়ে কাজ করছিলাম, তখনও বলেছিলাম—ইরান সম্ভাব্য কৌশলগত অংশীদার হতে পারে। আমাদের তাদের শত্রু হিসেবে দেখা উচিত নয়, ইত্যাদি। কিন্তু সবকিছুই বধির কানে গেছে।

মনে রাখবেন, তিনি নিজেকে নিউইয়র্ক সিটির সেইসব বিলিয়নিয়ারের মধ্যে ঘিরে রেখেছিলেন, যারা সবাই ইসরায়েলি এজেন্ডার প্রতি খুবই অনুগত। আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য তিনি এই লোকদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থও নিয়েছিলেন। তাই আমার মনে হয়, নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই তিনি জানতেন, কোনো এক পর্যায়ে তাঁকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করতে হবে।

তাই আমি মনে করি না, তিনি আসলে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পেরেছিলেন কী ঘটছিল। ইরান ৯ কোটি ৩০ লাখ মানুষের একটি দেশ, আয়তনে ভারতের প্রায় অর্ধেক। তারা কারও কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। করার কোনো কারণও নেই। তারা প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে পারে, আর করেছে। এবং তারা যুদ্ধের এক নতুন ধরন দেখিয়েছে—একবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধের ধরন—যেখানে মহাকাশভিত্তিক গোয়েন্দা ও নজরদারির তথ্যকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় থাকা বহু আঘাত হানার অস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, যাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে তারা যেখানেই চায় বিপুল অগ্নিশক্তি কেন্দ্রীভূত করতে পারে।

এ কারণেই এখন ইরান আক্রমণের কথা বলা হাস্যকর। পারস্য উপসাগরের দ্বীপ দখলের কথা বলা মানে বিপর্যয়কে আমন্ত্রণ জানানো।

হ্যাঁ। ওই দ্বীপগুলো রক্ষার জন্য কাউকে সেখানে বসে থাকতে হবে না। ইরানের ভেতরের বহু স্থান থেকে সেগুলোতে আঘাত হানা যাবে।

ক্ষেপণাস্ত্র ফুরিয়ে যাওয়া এবং ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা

ঠিক আছে, চালিয়ে যান। কারণ তিনি ক্ষেপণাস্ত্রের কথাই বলছিলেন, অভিষেক। বিভিন্ন রিপোর্ট বেরোচ্ছে। আমার কাছে একটি নির্দিষ্ট রিপোর্ট আছে। আর যেহেতু কর্নেল একজন যুদ্ধ–অভিজ্ঞ মানুষ এবং এই ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন, তাই আমি রিপোর্টটির কিছু অংশ পড়ে শোনাতে চাই।

এটি যুক্তরাজ্যের একটি গবেষণা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, RUSI–এর রিপোর্ট, যেখানে বিশেষভাবে ইসরায়েল নিয়ে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, AR২ গোলাবারুদের ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য তারিখ ২৭ মার্চ, অর্থাৎ আজ—মানে তাদের কাছে আর AR২ A৩ ক্ষেপণাস্ত্র থাকবে না। প্রতিরক্ষামূলক THS–এর সম্ভাব্য ফুরিয়ে যাওয়ার তারিখ ৩ এপ্রিল ২০২৬। আক্রমণাত্মক Blue Sparrow air-launched ballistic missile–এর সম্ভাব্য ফুরিয়ে যাওয়ার তারিখ ৫ এপ্রিল ২০২৬। David Sling Stunner–এর সম্ভাব্য ফুরিয়ে যাওয়ার তারিখ ৬ এপ্রিল। Rampage supersonic missile–এর সম্ভাব্য ফুরিয়ে যাওয়ার তারিখ ৯ এপ্রিল।

এভাবে তালিকা চলছেই। আর এটি তেল আবিব থেকে আসা ছবিগুলোর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, অভিষেক, কর্নেল। আমরা আর Iron Dome–এর ছবি বা প্রতিহত করার দৃশ্য দেখছি না। মনে হচ্ছে, ইসরায়েল একটি বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি।

আমি রিপোর্টটির সঙ্গে পরিচিত। আমি এটি পড়েছি। বরং বলব, রিপোর্টটি আমাদের সবার প্রতিই কিছুটা উদার ছিল। ইসরায়েলের অবস্থা এখন অত্যন্ত নাজুক। তাদের কার্যত কোনো বিমান বা ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা নেই বললেই চলে। প্রতি ১০টির মধ্যে ৮টি ক্ষেপণাস্ত্র, এবং তথাকথিত অধিকাংশ ড্রোন, কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই ঢুকে যাচ্ছে। তাই ইসরায়েলের অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ।

এখন আমাদের দিক থেকে যা মনে রাখতে হবে তা হলো—অঞ্চলজুড়ে আমরা যে অত্যন্ত ব্যয়বহুল রাডারগুলো বসিয়েছিলাম, সেগুলোর সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে এসব ক্ষেপণাস্ত্রকে শনাক্ত করতে আমাদের ভীষণ সমস্যা হচ্ছে; অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো প্রায় মাথার ওপর চলে আসার আগে আমরা টেরই পাচ্ছি না।

আর একটি বিষয় মনে রাখুন—আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৬৭,০০০ মাইল দূরে। তাই এখন যখন মজুত পূরণের কাজ চলছে, তখন সেগুলোকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আনতে হচ্ছে, তারপর তা বিমান ও জাহাজে তুলতে হচ্ছে। এসবের সবকিছুতেই সময় লাগে। আর এই বিরতি পুরোপুরি সেটার জন্যই।

আমার মনে হয়, এরপর তারা যা ‘war-winning offensive’ আশা করছে, তা চালু করার চেষ্টা হবে। কিন্তু আমার মনে হয় না, সেটি মোটেই সে রকম হবে। ইরানিরা ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এমন কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল। আমেরিকানরা ছিল না।

উৎপাদনক্ষমতা ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ধাক্কা

না, অবশ্যই ছিল না। আমাদের উৎপাদনভিত্তি নাটকীয়ভাবে ছোট হয়ে গেছে। ৪০ বা ৫০ বছর আগে যেভাবে উৎপাদন দ্রুত বাড়ানোর ক্ষমতা আমাদের ছিল, এখন তা নেই। সামরিকভাবে আমরা এই মুহূর্তে রাশিয়া ও চীনের অবস্থানে একেবারেই নেই। আমি মনে করি, আমরা ভয়াবহ ভুল হিসাব করেছি।

আমরা কিছু বিষয় ধরে নিয়েছিলাম, যা সত্য ছিল না। আমরা ভেবেছিলাম, আমরা ইরানকে ভয় দেখাতে পারব। আমরা ভেবেছিলাম, ইরানকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে। আর আমি মনে করি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বিপর্যয় আমরা তৈরি করছি—এটা পুরোপুরি বুঝতেই পারিনি।

আপনারা ভারতে এর প্রভাব অনুভব করছেন। আপনার দেশের নাগরিকরা পেট্রোল ভরতে লাইনে দাঁড়াচ্ছে, আর এটা কোনো সুখের বিষয় নয়। জাপানেও একই রকম অবস্থা। ইউরোপেও এটি ঘটছে। অবশ্য রাশিয়ানরা প্রতিদিন আগের চেয়ে ২৫০ মিলিয়ন ডলার বেশি আয় করছে। কিন্তু রাশিয়া ও চীন—উভয়েই এই পরিস্থিতির অবসান চায়, কারণ তারা দেখছে সরবরাহ শৃঙ্খল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

আর যদি আমরা এই পরবর্তী তথাকথিত যুদ্ধজয়ী আক্রমণে এগোই, তাহলে আমার মনে হয় পারস্য উপসাগরের তেল অবকাঠামোর সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। কারণ ইরানিরা খুব পরিষ্কারভাবে বলেছে—যদি তোমরা আমাদের অবকাঠামো, আমাদের তেল অবকাঠামো, আমাদের desalination plant–এ আঘাত করো, তাহলে আমরা উপসাগরের সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেব।

এটা থামাতেই হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে বুঝতে হবে, তিনি যে পরামর্শ পেয়েছেন তা ছিল খারাপ। এবং হোয়াইট হাউসে এখন যারা তাঁর জন্য কাজ করছে, তাদের সবাইকে বরখাস্ত করা উচিত।

মহাকাশভিত্তিক গোয়েন্দা তথ্যের উৎস

হয়তো কিছুটা উপলব্ধি হয়েছে বলেই দোষটা ইসরায়েল বা পিট হেগসেথের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু কর্নেল, আপনার শেষের আগের উত্তরে একটি বিষয় খুবই আকর্ষণীয় ছিল—আপনি বলেছিলেন, এবার ইরানের যুদ্ধ কৌশল অনেকটাই মহাকাশভিত্তিক গোয়েন্দা তথ্যের ওপর নির্ভর করছে। এখন যতদূর আমি জানি, তাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট নেই। তাহলে এই মহাকাশভিত্তিক তথ্য কে দিচ্ছে?

চীন এবং রাশিয়া। এর ফলে ইরানের এক হাজার মাইলের মধ্যে যা কিছু নড়ে, তা সঙ্গে সঙ্গে শনাক্ত ও ট্র্যাক করা হচ্ছে। এবং সেই তথ্য প্রায় একই সময়ে ইরানের ভেতরে থাকা সব আঘাত হানার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

রাশিয়া ও চীনের কোনো আগ্রহ নেই যে আমরা ইরানকে ধ্বংস করি। তারা ইরানি সমাজকে ভেঙে পড়তে দেখতে চায় না। এ অঞ্চলে কেউই চায় না যে ইরান একটি ভেঙেচুরে যাওয়া রাষ্ট্রে পরিণত হোক, যাতে ইসরায়েলি ও আমেরিকানরা সেখানে ঢুকে পড়ে, তাদের কল্পনার চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে তেলক্ষেত্র দখল করে নেয়, তারপর ইরানকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে দেয়, আর কোটি কোটি মানুষকে সিরিয়া, তুরস্ক, আরব অঞ্চল এবং শেষ পর্যন্ত ইউরোপে শরণার্থী হিসেবে ঠেলে দেয়। এর কোনোটিই কাম্য নয়।

আবারও বলছি, সবাই ভুল হিসাব করেছে। কারণ আমার মনে হয়, ট্রাম্প ইসরায়েলিদের কথা অনেক বেশি শুনেছেন, আর ইসরায়েলিরা তাঁকে একটি ছোট, দ্রুত, সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

ইসরায়েলে ক্লান্তি ও হতাহতের প্রশ্ন

হ্যাঁ। এখন তারা তার চরম মূল্য দিচ্ছে। আপনি ইসরায়েলিদের কথা উল্লেখ করলেন। ইসরায়েলের পরিস্থিতির দিকে তাকান। অভিষেক এবং কর্নেল, আমি নিশ্চিত আপনি ইসরায়েলি চিফ অব স্টাফ আইয়াল জামিরের রিপোর্টগুলো দেখেছেন। তিনি সতর্ক করেছেন যে সৈন্যস্বল্পতার কারণে IDF ভেতর থেকেই ভেঙে পড়তে পারে। তারা ক্লান্তির বিরুদ্ধে লড়ছে, বহু-মুখী যুদ্ধে জড়িয়ে আছে, বহু হতাহতও হয়েছে, কিন্তু শুধু হতাহত নয়—এই যুদ্ধ তো শুধু গত এক মাসের নয়, গত দুই-তিন বছরের চাপও রয়েছে।

অবশ্যই, একটা বিষয় মনে রাখতে হবে। নিজেদের এবং ইসরায়েলিদের প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা আমরা জানি না। ওয়াশিংটন, তেল আবিব বা জেরুজালেম—কেউই এখন সত্য বলায় আগ্রহী নয়। আর এ নতুন কিছু নয়। সব যুদ্ধেই আমরা হতাহতের তথ্য ধীরে ধীরে প্রকাশ করেছি। কিন্তু এখন আমার সন্দেহ, আমরা যতটা স্বীকার করছি, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি সবাই সহ্য করেছি।

ইসরায়েলিদের কথা যদি বলেন, তারা তাদের সামরিক শক্তির জন্য সবসময়ই অত্যন্ত বেশি মাত্রায় বিমান শক্তির ওপর নির্ভর করেছে। তাদের সবসময়ই ছোট সেনাবাহিনী ছিল, ছোট নিয়মিত বাহিনী, যাকে শত-সহস্র রিজার্ভিস্ট দিয়ে বাড়ানো হতো। দীর্ঘমেয়াদে এটা কাজ করতে পারে না। তারা শুধু মানুষ নয়, পুরো শক্তিই হারিয়ে ফেলছে। তারা ক্লান্ত। তাদের অনেক ক্ষতিও হয়েছে।

কিন্তু আমার মনে হয়, ইসরায়েলিরা বড় ভরসা করেছিল যে আমরা তাদের পদাতিক, কামান বাহিনী এবং বিমান শক্তি—সবকিছু হিসেবেই কাজ করব। সেটা ভালোভাবে কাজ করেনি।

অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা ও কংগ্রেস

হ্যাঁ। আর অভ্যন্তরীণভাবে ট্রাম্প ও নেতানিয়াহু এখন এক ধরনের অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি, যেখানে ব্যাপক বিরোধিতা তৈরি হয়েছে। রিপাবলিকানরাই ট্রাম্পকে প্রশ্ন করছে। আমরা তেমন কিছু মন্তব্যও দেখেছি। মানুষ অসন্তুষ্ট। ইসরায়েলে বিরোধীরাও নেতানিয়াহুকে প্রশ্ন করছে। তা ছাড়া, নেতানিয়াহু কোথায়? কেউ জানে না। আজ আমি একটি রিপোর্ট দেখেছি, অভিষেক, কর্নেল, যেখানে বলা হয়েছে তাঁর ফ্লাইট হয়তো বার্লিনে দেখা গেছে। তিনি নাকি গত দুই সপ্তাহ ধরে বার্লিনে আছেন। আমি জানি না তিনি কোথায়, কিন্তু বিষয়টি এই মুহূর্তে ভীষণ সন্দেহজনক দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। তিনি কোথায় আছেন, আমারও কোনো ধারণা নেই। তবে আমেরিকান পরিস্থিতি নিয়ে আমি একটু সতর্ক থাকতাম। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের State of the Union ভাষণে ফিরে যান। যখন তিনি বলেছিলেন, ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র পেতে দেওয়া হবে না এবং যা পদক্ষেপ প্রয়োজন, তা নেওয়া হবে—তখন কংগ্রেসের প্রায় সবাই, ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান উভয়েই দাঁড়িয়ে করতালি দিয়েছিল। কারণ কার্যত সবাই ইসরায়েল লবির প্রভাবে আছে, এবং যে বিলিয়নিয়াররা সেই লবিকে সমর্থন করে, তারা এসব প্রার্থীকে কিনে ফেলেছে।

ফলে কংগ্রেসের প্রতি আমার প্রায় কোনো সহানুভূতিই নেই। এই পুরো উন্মাদনায় তারাও প্রেসিডেন্টের মতোই দায়ী। কিন্তু প্রেসিডেন্ট যদি এ বিপদ থেকে বেরোতে চান, তাহলে যা কাজ করছে না, সেটাই বারবার করে যাওয়া উচিত নয়। পাগলামির সংজ্ঞা তো এটাই—একই কাজ বারবার করা, আর আশা করা যে এবার ফল ভিন্ন হবে।

এই পরবর্তী তথাকথিত যুদ্ধজয়ী আক্রমণ যুদ্ধ জিতবে না। এই মুহূর্তে তাঁর যা করা উচিত তা হলো—চারপাশের লোকদের বরখাস্ত করা, সামনে এসে বলা, “দেখুন, আমি ভুল ছিলাম। এটি ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। আমি নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছি।”

তিনি যদি তা করতে রাজি হন, তাহলে বিশ্বের বহু নেতা এগিয়ে এসে তাঁকে এই ট্র্যাজেডির ইতি টানতে সহায়তা করতেন বলে আমি মনে করি। এ কারণেই আমি আগে প্রধানমন্ত্রী মোদির কথা বলেছিলাম। তবে আরও অনেকে আছেন, যাদের সব পক্ষই বিশ্বাস করতে পারে।

আমাদের মরিয়া হয়ে সেটাই দরকার। এই যুদ্ধের সম্প্রসারণ নয়।

পাকিস্তান ও মধ্যস্থতা

হ্যাঁ। শেষের দিকে আর দুটো প্রশ্ন। শেষ দুইটি। আমি একটি নেব, অভিষেক, আর তুমি একটি নিতে পারো—কে আইল্যান্ড নিয়ে। আমি কর্নেল ম্যাকগ্রেগরকে পাকিস্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাই, কারণ আপনি পাকিস্তান নিয়ে কথা বলেছেন। এই তথাকথিত রসিকতার দেশ পাকিস্তান বলছে তারা এই যুদ্ধে মধ্যস্থতা করতে চায়। ওদিককার অবস্থা কী? আপনি কী শুনছেন? তারা কি সত্যিই মধ্যস্থতা করছে? কোনো মধ্যস্থতাই কি আদৌ হচ্ছে?

দেখুন, আমার সন্দেহ আছে। আমি জানি না। এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কেউ সাহায্য দিতে চাইলে তাকে ফিরিয়ে দেবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এর কোনো বাস্তব অর্থ আছে। তিনি বলেন, আমরা আলোচনা করছি।

অতীতে আমি যা দেখেছি, তা হলো CIA এবং Mossad সরকার থেকে কিছু লোককে, সাধারণত শীর্ষ নেতৃত্বের নিচের স্তরের লোকদের আলাদা করে নিয়ে গিয়ে কথা বলা শুরু করে, এই আশায় যে তাদের

প্রভাবিত করা যাবে, কিনে নেওয়া যাবে, এবং শেষ পর্যন্ত তাতে আমরা যা চাই জিততে পারব। কিন্তু ইরানের ক্ষেত্রে তা কাজ করবে না।

যখন তিনি বলেন, তিনি ইরানে কারও সঙ্গে কথা বলছেন—তাহলে তিনি কার সঙ্গে কথা বলছেন?

সেটাই তো আসল কথা। আমাদের কেউই তা সত্যি জানি না। আর এ কারণেই আমার মনে হয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো জেনারেল, কর্নেল বা কোথাও কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছে, এই আশায় যে সেখান থেকে কোনো breakthrough আসবে। আমার মনে হয়, সবই অর্থহীন। ওয়াশিংটন থেকে এখন যা বেরোচ্ছে, তার বেশিরভাগই বিশ্বাস করার মতো নয়। সবাই মরিয়া।

যদিও বাইরে আমরা আত্মবিশ্বাসের আবহ দেখাই, আসল সত্য হলো—অন্দরে প্রেসিডেন্ট খুবই মরিয়া অবস্থায় আছেন। তিনি এই পর্যায়ে বুঝেছেন যে তাঁকে মিথ্যা বলা হয়েছে এবং তিনি কিছু খারাপ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হলো—এটা স্বীকার করা, নিজেকে সরিয়ে নেওয়া এবং অন্যদের সাহায্য চাওয়া। এটাই একমাত্র পথ।

কিন্তু এই মুহূর্তে পরিকল্পনা হচ্ছে আমি আগেই যা বলেছি—উন্মাদের মতো আচরণ করা, অতীতে যা ব্যর্থ হয়েছে সেটাকেই আবার দ্বিগুণ জোরে করা, আর আশা করা যে এবার তা কাজ করবে। তা হবে না। পারস্য উপসাগরের যত ছোট দ্বীপই তারা দখল করার চেষ্টা করুক না কেন—আপনি যদি ১৪ বা ১৫ বর্গকিলোমিটারের একটি দ্বীপে মানুষ বসান, আর সেখানে কয়েকটি মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল, ট্যাকটিক্যাল ব্যালিস্টিক মিসাইল ও ড্রোন এসে পড়ে, তাহলে দ্বীপের সবাই মারা যাবে।

এটি ১৯৪৪ সাল নয়। এটি ১৯৮৪—ও নয়। এটি ২০২৬। যুদ্ধ বদলে গেছে। যুদ্ধের ধরন পাল্টে গেছে।

শেষ বিনিময়

আচ্ছা, ১৯৮৪—র অর্থে বলতে গেলে "war is peace" বটে। কিন্তু কর্নেল ম্যাকগ্রেগর, আমার প্রশ্ন হলো—আপনি যেমন বলছেন, যদি অস্ত্রভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়, যদি নেতৃত্ব এতটাই দিশাহীন হয় যে পরবর্তী পদক্ষেপই বুঝতে না পারে, তাহলে আপনি কীভাবে বলছেন যে যুক্তরাষ্ট্র আবারও আরও জোরে এগোবে? অস্ত্র নেই, দিকনির্দেশনা নেই—তাহলে দ্বিগুণ জোরে এগোবে কীভাবে? তা তো সম্ভব নয়।

এই কারণেই এখন বিরতি আছে। এই জন্যই এই ভুয়া pause। এটি শান্তি আলোচনার জন্য নয়। এটি মজুত ভরার জন্য। তাই আমার মনে হয়, যুক্তরাষ্ট্রে তাকের ওপর যা কিছু এখনো পড়ে আছে, সেগুলোই টেনে এনে এই যুদ্ধমঞ্চে পাঠানো হচ্ছে। নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটছে।

আর একই সঙ্গে, ইতিহাসে যখনই বিমান অভিযান ব্যর্থ হয়েছে, তখনই আমরা স্থলবাহিনীর দিকে গেছি। ভিয়েতনামে Rolling Thunder—এ এটাই ঘটেছিল। Kosovo—র বিমান অভিযানের সময়ও আমি এটা দেখেছি। সেটি ৭৮ দিন চলেছিল, এবং ৬০ দিনের মাথায়ই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে কাজ হচ্ছে না। তখন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে স্থলবাহিনী পাঠাতে চাপ দেওয়ার প্রবল চেষ্টা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি তা করতে অস্বীকার করেছিলেন, এবং পরিবর্তে আমরা রাশিয়ানদের ঘুষ দিয়ে মিলোশেভিচ ও সার্বিয়ার সমর্থন সরিয়ে দিতে বাধ্য করেছিলাম, ফলে অভিযানটি শেষ হয়।

এটি একটি বোকামিপূর্ণ ধারণা। আপনি যখনই কোনো যুদ্ধে যান এবং এই পদ্ধতি নেন যে, কেবল বিমান শক্তি ব্যবহার করবেন কারণ আপনি হতাহত চান না—তখনই আপনি নিজেকে ব্যর্থতার পথে ঠেলে দিচ্ছেন।

কর্নেল ম্যাকগ্রেগর, আপনি তো এখনই ৮৩টি regime change–এর প্রচেষ্টা বা সাফল্যের তালিকা থেকে অন্তত আধা ডজনের কথা বলে ফেললেন—এইবার হয়তো সেটি ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু আমি মনে করি, এই আলোচনা এখনো শেষ হয়নি। আমরা এটি চালিয়ে যাব। আজ রাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা এখন আমাদের অনুষ্ঠানে অন্য প্যানেলিস্টদের নিয়ে এই বিতর্ক আরও বিস্তৃত করব।

ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আচ্ছা, ধন্যবাদ। শুভকামনা। শুভকামনা। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।